ছাত্রলীগের সম্মেলন যারা আসছেন নেতৃত্বে

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদন

'বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা হওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। সারা জীবনে আমার একটাই দুঃখ, আমি সরাসরি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও কখনো ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পারিনি। আমার অনেক স্বপ্ন ছিলো, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নাম লেখাবো, কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে, ইডেন কলেজের ভিপি তারপরও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পারলাম না।'

ছাত্রলীগের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এভাবেই স্মৃতিচারণ করেন। এ থেকে বোঝা যায় একটা সময় ছাত্রলীগের নেতা হওয়া কতটা দুরূহ ব্যাপার ছিলো। পাশাপাশি ছাত্রলীগে যে স্বজনপ্রীতির কোনো স্থান ছিল না, সেটাও বোঝা যাচ্ছে।

ছাত্রলীগের সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এখন আর নেই। এখনকার ছাত্রলীগ নেতা হতে যোগ্যতা কোনো ব্যাপার নয়। আর সবচেয়ে নির্লজ্জভাবে স্থান পেয়েছে স্বজনপ্রীতি ও দলীয় নেতার আশীর্বাদপ্রীতি। ছাত্রলীগে বঙ্গবন্ধু চালু করেছিলেন যোগ্যতা আর মেধার প্রতিযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত উত্তরসূরি দাবিদার আজকের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা চালু করেছেন অদক্ষতা, অযোগ্যতা, চাটুকারিতা। সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা বিবেচনায় না নিয়ে ব্যক্তিগত আনুগত্য হয়েছে যোগ্যতার মাপকাঠি। কোনোদিন কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা না করেও আওয়ামী লীগ নেতা এখন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের 'স্যার' হয়ে গেছেন।

সম্মেলন না হলে ছাত্রলীগ চাঙ্গা হবে না এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। বিষয়টি উপলব্ধি করে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং নূরই আলম চৌধুরী লিটন এমপি, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দেখা করে নেত্রীকে সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন। শেখ হাসিনাও অবশেষে আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই সম্মেলনকে ঘিরে আগামীতে মূল নেতৃত্বের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সম্ভাব্য প্রার্থীরা এখন ব্যস্ত নিজের যোগ্যতা প্রমাণে। এ লক্ষ্যে তারা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছে। দলীয় সভানেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের সব কলা-কৌশল ব্যবহার করছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তদবিরে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাওয়া নতুন নেতৃত্ব যেন আসে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। নির্বাচন হলেই বেরিয়ে আসবে সঠিক নেতৃত্ব।

বর্তমান কমিটির হাল-হকিকত

২০০১ সালে ক্ষমতা থেকে আওয়ামী লীগ বিদায় নিলে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায়। ঢাকার রাজপথ কাঁপানো অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডাররাও রাতারাতি হাওয়ায় মিশে যায়। সংগঠনের শোচনীয় অবস্থা কেন্দ্রীয় নেতাদের ভাবিয়ে তোলে। ফলে জাতীয় নির্বাচনের এক বছরের মধ্যে সম্মেলন করে নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০০২ সালের ৪ এপ্রিল পল্টন ময়দানে সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয় লিয়াকত শিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবুকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে। সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক দু'জনে তখন কারাগারে থাকলেও কাউন্সিলর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে বিরল নজির স্থাপন করেন। তবে সেই সময়ে ছাত্রলীগের ২০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হলেও বর্তমানে কমিটির প্রকৃত সদস্য সংখ্যা কত তা লিয়াকত-বাবু নিজেরাই জানে না। এভাবে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন এনে যে সুফল পাওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছিল, তা অনেকটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বর্তমান নেতৃত্ব ছাত্রলীগের পক্ষে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে বলে কর্মীদের অভিযোগ। অবশ্য সরকার যেভাবে আন্দোলন, সংগ্রাম দমনে সক্রিয় ছিল তাতে স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত হয়েছে ছাত্রলীগের কর্মকান্ড। শামসুন্নাহার হল ট্রাজেডি, বুয়েট সনি হত্যা, হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা এবং সর্বশেষ ইডেনে ছাত্রীদের উপর ছাত্রদলের ক্যাডারদের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ নিতান্তই দায়সারা প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছে, কোনো তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তবে ঢাবি ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর অপসারণ আন্দোলন, মেধাবী ছাত্রদের সংবর্ধনা প্রদান, প্রশিক্ষণ কর্মশালার মতো কিছু ইতিবাচক তৎপরতা সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা শাহজাদা মহিউদ্দিন, মিরাজ হোসেন, মোমিন পাটোয়ারী ও মাসুদ হোসেন খানের নেতৃত্বে একটি টিম দেশ ব্যাপী ছাত্রলীগের কারা

কাজী জাফর উল্লাহ এমপি
প্রেসিডিয়াম সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ালী লীগ

ছাত্রলীগ ছাত্রদের সংগঠন। ছাত্রলীগে তরুণ ছাড়া অন্যকিছু চিন্তা করা কঠিন। তবে আমাদের সমস্যা হলো দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের সম্মেলন হয়নি। যে কারণে অনেক মেধাবী নেতা নেতৃত্বের সুযোগ পায়নি। যারা নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের বিশেষ বিবেচনা করা হবে। মূল নেতৃত্ব ছাত্রদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে আসা উচিত। ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে Zi"Y এবং বর্তমান ছাত্রদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

ওবায়দুল কাদের
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ

সম্মেলন না হবার কারণে ট্রাফিক জ্যামটা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ছাত্র রাজনীতির এ জ্যাম রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ৩০ বছর বয়সে ব্যাপারটা ইচ্ছা থাকলেও এই gn‡Z বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ফটোসেশন নয়, যারা মাঠের আন্দোলনে সক্রিয় ছিল তাদের মধ্য থেকে gj নেতৃত্ব বেছে নেয়া হবে। বসন্তের কোকিলরা কমিটিতে স্থান পাবে না।

নির্যাতিত, মিথ্যা মামলায় জর্জরিত নেতাকর্মীদের আইনি সহায়তা দিয়েছে।

অন্যদিকে সাংগঠনিক ভিত্তি অনেকটাই মজবুত করা সম্ভব হয়েছে এই নেতৃত্বের প্রচেষ্টায়। জেলা কমিটি শক্তিশালী হয়েছে। ছাত্রলীগের ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৮০টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০০টি কলেজ ইউনিট, ৪৫০টি থানা ইউনিট ও ৭০ ভাগ স্কুলে নতুন করে কমিটি গঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি স্থগিত হলেও সবগুলো জেলা কমিটি হয়েছে। ঢাকা মহানগরের ৭০টি ওয়ার্ডে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রলীগের নিয়মিত প্রকাশনা মাতৃভূমির ৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

সম্মেলন ও নেতা-কর্মীদের তৎপরতা

সম্মেলন নিশ্চিত হতে যাচ্ছে জেনে বিদেশগামী নেতারা ফিরে এসেছে। চাকরিজীবী, বিবাহিত ছাত্র নেতারাও তৎপর হয়ে উঠেছে। এমনকি বিয়ের এনগেজমেন্ট আপাতত বন্ধ রেখে লবিং-গ্রুপিং করে বেড়াচ্ছে তারা। বস্তুত স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফরিদপুর গ্রুপ ও বরিশাল গ্রুপের হাতে চলে যায়। ফরিদপুর গ্রুপ প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং বরিশাল গ্রুপের মূল নেতৃত্ব প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেনে আমুর আশীর্বাদে চলতে থাকে। অবশ্য বর্তমানে তাদের তেমন কোনো সক্রিয়তা নেই। তারপরও তাদের আকার-ইংগিতের বাইরে এখনো কমিটি হয় না। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সৃষ্টি হয় বাগেরহাট গ্রুপ। বর্তমানে বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রুপ, বৃহত্তর বরিশাল গ্রুপ, বাগেরহাট গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ হয়ে কাজ করছে। এর বাইরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উত্তরবঙ্গ গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছেন দুইজন, সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক। শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয়ের রংপুর থেকে রাজনীতি শুরু করার সম্ভাবনা থাকায় এ M“cUI আশায় বুক বেঁধেছে। অভ্যন্তরীণ এই গ্রুপিংয়ের কথা কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চান না। তবে সকল গ্রুপ শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে।

আওয়ামী লীগের প্রত্যাশা

দেশে মৌলবাদের উত্থান বড় আকার ধারণ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের ব্যাপারে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশ বিভ্রান্তভাবে মৌলবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বড় একটি অংশই স্বাধীনতার মূল ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এ প্রেক্ষিতে

আবদুর রহমান

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ ও সাংগঠনিক m¤úv`K– আওয়ামী লীগ

ছাত্র আন্দোলনে যাদের ভূমিকা রাখার যোগ্যতা আছে তারাই হবে আগামীর নেতা। ভবিষ্যৎ ছাত্রলীগের নেতৃত্ব হবে সৎ, যোগ্য, সাহসী, প্রতিশ্রুতিশীল যাদের প্রতি রয়েছে ছাত্র সমাজের বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা। জননেত্রী শেখ হাসিনা অপেক্ষাকৃত তরুণদের নিয়ে কমিটি গঠনের কথা বলেছেন– আমি তাকে স্বাগত জানাই।

আফম বাহাউদ্দিন নাছিম

আওয়ামী স্বেচ্ছা সেবক লীগ

ছাত্রলীগের সম্মেলন ঘিরে জননেত্রীর যে অভিপ্রায় তরুণ ও ছাত্র নেতৃত্ব সৃষ্টি করা প্রয়োজন এর সাথে আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মী ঐকমত্য পোষণ করে। ছাত্রলীগ নেতা যাদের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি চলে গিয়েছে তাদের দিয়ে নতুন করে ছাত্রলীগ নেতৃত্ব সৃষ্টি করার দরকার আছে বলে মনে করি না। আমেরিকা যাবার প্রাক্কালে জননেত্রী শেখ হাসিনা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছেন অপেক্ষাকৃত তরুণ ও ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রলীগ গঠন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা কাজ করছেন।

নুর-ই আলম চৌধুরী লিটন

এমপি

ছাত্র নয় অথচ ছাত্রলীগ নেতা হতে চায় এটা ঠিক নয়। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যাদের বয়স ২৫ বছর তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। ছাত্রলীগ নেতার বয়স যদি ৩৫-৪০ বছর হয় তবে কবে ছাত্র রাজনীতি শেষ করে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে? এ ক্ষেত্রে আমার সুস্পষ্ট অভিমত হলো, ছাত্র রাজনীতি ২৫ বছর বয়সের মধ্যে শেষ করতে হবে। আর এটা সম্ভব হলে জাতীয় সংসদে অনেক তরুণ মেধাবী মুখ দেখা যাবে। নেতৃত্বের আশায় যারা বছরের পর বছর ছাত্রলীগ করছে তাদের বাদ দিয়ে তরুণ ছাত্রদের নিয়ে কমিটি গঠন করা উচিত। জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রদের নিয়ে কমিটি করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমি তা স্বাগত জানাই।

আওয়ামী লীগ এখন স্বাধীনতার মূল ইতিহাস ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষয়টি বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রদের মাঝে তুলে ধরতে পারবে এমন নেতৃত্ব গড়ার কথা ভাবছে। গত ১৫ বছরের জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রলীগের চেয়ে ছাত্রদল নেতারা অনেক এগিয়ে রয়েছে। ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যা অপপ্রচার, অস্ত্রের রাজনীতি, সাংগঠনিক তৎপরতাসহ সবক্ষেত্রে ছাত্রদলের প্রাধান্য রয়েছে। মৌলবাদী সংগঠন ছাত্র শিবিরও কৌশলগত ও সাংগঠনিকভাবে অনেক এগিয়েছে। ফলে প্রতিযোগিতায় ছাত্রলীগ পিছিয়ে পড়ছে বলে অনেকেই ধারণা করছেন। ছাত্রলীগের নতুন নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে তা হলো: ১. নিয়মিত ও মেধাবী ছাত্র ২. ভালো বিতার্কিক, ক্রীড়াবিদ, শিল্পী ৩. রাজপথের আন্দোলনে সাহসী ৪. অনলবর্ষী বক্তা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ৫. আকর্ষণীয় চেহারা ৬. দাড়ি রাখা, গোঁফ রাখা, টাক পড়া হবে না ৭. বয়স ৩০ বছরের উর্ধ্বে নয় ৮. সাংগঠনিক পরিচয়, পিতা বা আত্মীয় পরিচয় নয় ৯. ছাত্র যারা ক্যাম্পাসে ও মধুর ক্যান্টিনে সময় দিতে পারবে ১০. দেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি সৃষ্টি করা ১১. পেশাদার ছাত্রনেতা বাদ দেয়া ১২. চিহ্নিত সন্ত্রাসী বাদ দেয়া ১৩. শীর্ষ নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার রাজনীতি প্রাধান্য দেয়া ১৪. আদু ভাই মার্কা ছাত্রনেতা বাদ দেয়া ১৫. নেতৃত্বের প্রতি শতভাগ কমিটমেন্ট রয়েছে কি না তা যাচাই করা।

প্রতিযোগিতায় যারা

সম্মেলন ঘিরে সভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল সর্বাধিক আলোচিত নাম। তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগে প্রমাণিত হয়েছে। ভোটের মাধ্যমে কমিটি হলে তার বিকল্প প্রার্থী নেই বললেই চলে। তবে তরুণদের

নিয়ে কমিটি হলে তিনি হতাশায় নিপতিত হতে পারেন। এ পদে মারুফা আক্তার পপির নামও রয়েছে। ছাত্রলীগের আন্দোলনে তার অবদানও যথেষ্ট। এ পদে অন্যান্য যারা আসতে চান তারা হলেন শাহজাদা মহিউদ্দিন, আনিসুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন শফিক, জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন, আশরাফুল আজিম i“eb, আমিনুল ইসলাম, অসিত বরণ বিশ্বাস প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক পদে জোরে সোরে উচ্চারিত হচ্ছে সাইফুজ্জামান শিখরের নাম। এছাড়া খান মইনুল হোসেন মোস্তাক, মিরাজ হোসেন, জাকির হোসেন মারুফ, কামরুল হাসান খোকন, আব্দুল আলীম, খলিলুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, মমিন পাটোয়ারী, মাসুদ

ছাত্রলীগে বঙ্গবন্ধু চালু করেছিলেন যোগ্যতা আর মেধার প্রতিযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত উত্তরসূরি দাবিদার আজকের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা চালু করেছেন অদক্ষতা, অযোগ্যতা, চাটুকারিতা। সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা বিবেচনায় না নিয়ে ব্যক্তিগত আনুগত্য হয়েছে যোগ্যতার মাপকাঠি। কোনোদিন কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা না করেও আওয়ামী লীগ নেতা এখন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ‘স্যার’ হয়ে গেছেন

খান, মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, Kvgi“j হাসান রিপন, পংকজ সাহা, গোলাম সারোয়ার কবীর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব অব্যাহতিপ্রাপ্ত সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন হিমুর নাম আলোচনায় রয়েছে।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে এমদাদ হাওলাদারের অবস্থান সুসংহত। এছাড়া আবুল কালাম আজাদ হাওলাদার, জাহাঙ্গীর আলম, খুলনা মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি শফিকুল ইসলাম পলাশ, জোবায়েদ ইসলাম রাসেল, মেহেদী জামিল, আলমগীর হাসান, শারমিন জাহানের নাম এ পদের জন্য আলোচনায় এসেছে।

দীর্ঘদিন সম্মেলন না হওয়ায় শুরু হয়েছে বয়সের জট। যার ফলে শীর্ষ পদের দাবিদার প্রায় সব নেতার বয়স ৪০ বছর ছুঁই ছুঁই। নীতিনির্ধারকরা চাচ্ছে অপেক্ষাকৃত আরও তরুণ নেতৃত্ব। তাদের দৃষ্টি ছাত্র নেতাদের বয়স হতে হবে ৩০ বছরের নীচে। সেক্ষেত্রে দপ্তর m¤úv`K Kvgi“j হাসান খোকন, ঢাবি সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল আলীম, সালাউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, তাজউদ্দিন আহমেদ, Kvgi“j হাসান রিপন, গোলাম সরোয়ার কবীর এবং সাংগঠনিক সম্পাদক প্রত্যাশীদের মধ্য থেকে কমিটি গঠন করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি দীর্ঘদিন স্থগিত করে রাখা হয়েছে। সম্মেলন ঘিরে তারাও তৎপর হয়ে উঠেছে। সভাপতি পদে যাদের নাম আলোচনায় এসেছে তারা হলেন ই¯vাক আহমেদ শিমুল, আমিনুল হক কবীর, শাহাদাৎ হোসেন সুজন, অপর্ণা পাল, জসিমউদ্দিন, আলাউল ইসলাম সৈকত, তারেক আল মামুন, মিজানুর রহমান মিজান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে তারা হলেন মোশারেফ হোসেন, খায়রুল হাসান জুয়েল, রিপন পোদ্দার, ইকবাল মাহমুদ বাবলু, গাফফারী রাসেল, আশরাফুর রহমান শিকদার, জহিরুল ইসলাম, সোহেল রানা টিপু। এদের মধ্য থেকে বিগত ৪ বছর যারা আন্দোলন-সংগ্রামে ছিল, নির্যাতনের মুখে ক্যাম্পাস ছাড়েনি, নিয়মিত ছাত্র তাদের দিয়েই শীর্ষ দুই পদ পূরণ করা হতে পারে। দীর্ঘদিনের ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতাও বিশেষ বিবেচনায় থাকবে। সবমিলিয়ে এবারের কেন্দ্রীয় কমিটি আন্দোলনের mwZKvMvi ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক হওয়ারও সম্ভাবনা বেশি। পাশাপাশি জেলা কেন্দ্রিক নেতৃত্ব তৈরির সে ধারাও অব্যাহত থাকবে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবের হোসেন চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, আব্দুর রহমান, লিটন চৌধুরী এমপি, বাহাউদ্দিন নাছিম, এনামুল হক শামীম প্রমুখ নেতৃত্ব নির্বাচনে ভূমিকা রাখবেন। প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে সহযোগিতা করবেন। কমিটি গঠনে প্রভাব রাখতে পারেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলির এমপি।

ইতিমধ্যে সম্মেলনের পোস্টার ছাপানোর এবং জেলায় জেলায় ডেলিগেটর ও কাউন্সিলর তৈরি কাজ শেষ হয়েছে। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। যোগ্য নেতৃত্বের পূর্ব শর্ত ছাত্রত্ব। এ নেতৃত্ব কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমেই তৈরি হতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এটাই বিবেচনায় রাখছে।

লিয়াকত শিকদার

সভাপতি, ছাত্রলীগ

ছাত্রলীগ দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন। জেলা, থানা কলেজ ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্মেলন করে ছাত্রলীগ সারা দেশে ZYgj পর্যায়ে ভিত সুদৃঢ় করেছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সাথে জোট গঠন করে সরকার বিরোধী আন্দোলন ¸i“ZcY fwgKv পালন করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত সকল KgmwP আমরা সুশৃংখলভাবে পালন করেছি। সারাদেশে ছাত্রলীগ নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছে। জননেত্রী সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। আগামী দিনের নেতৃত্ব তৈরি করতে সাংগঠনিক সভানেত্রীর নির্দেশ আমরা নিঃশর্তভাবে পালন করে যাি”Q । আমাদের বিশ্বাস, ভোটের মাধ্যমে নতুন কমিটি হবে। সেই লক্ষ্যে সকল শর্ত ciY করা n‡”Q। দেশরত্ন শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন এটা সারা দেশের ছাত্র সমাজ AvšwiKfv‡e বিশ্বাস করে।

bRi“j ইসলাম বাবু

সাধারণ m¤úv`K, ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আলোকিত ছাত্র সমাজের সার্চ লাইট। AvšRwZK বিশ্বে পরিষ্কার cwi”Qb রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ হাসিনা সমধিক পরিচিত। তিনি ছাত্রলীগ নেতৃত্বকে ছাত্রদের মাঝে সৃষ্টি করার যে প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছেন আমি নিঃশর্তভাবে একমত পোষণ করি। তিনি ছাত্রলীগকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে hw”Q। ছাত্রলীগ নেতৃত্ব তৈরি হবে বর্তমান ছাত্রদের নিয়ে। কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে এ নেতৃত্ব তৈরি হবে। সারাদেশের দক্ষ সংগঠকদের নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় কমিটি। যারা নেতা নির্বাচিত তারা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার লড়াইয়ে m‡ev”P fwgKv রেখে প্রমাণ করবে আমরাই ইতিহাস গড়েছি, আমরাই ইতিহাস রক্ষা করব।